পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন

রাজসূয় যজ্ঞের মহিমাময় সমাপ্তি ও কিভাবে দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে অপমানিত হয়েছিলেন এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় তাঁর বহু আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ প্রয়োজনীয় সেবার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা পুরোহিতবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ সভাসদগণ ও তাঁর আপন আত্মীয়বর্গকে সুগন্ধী চন্দন, পুষ্পমাল্য ও সুন্দর বস্ত্র দ্বারা শোভিত করলেন। অতঃপর তাঁরা সকলে যজ্ঞের দীক্ষান্ত স্নান সম্পাদনের জন্য গঙ্গার তীরে গমন করলেন। চূড়ান্ত স্নানের পূর্বে, পুরুষ ও স্ত্রী অংশগ্রহণকারীরা নদীতে বেশ খানিকক্ষণ ক্রীড়া করলেন। সুগন্ধী জল ও অন্যান্য তরলে সিক্ত হয়ে দ্রৌপদী ও অন্যান্য রমণীগণ অত্যন্ত সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাদের মুখমণ্ডল সলজ্জ হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

পুরোহিতগণ শেষ আচারসমূহ সম্পাদন করার পর রাজা ও তাঁর রাণী, দ্রৌপদী গঙ্গায় স্নান করলেন। অতঃপর উপস্থিত বর্ণাশ্রমীরা স্নান করলেন। যুধিষ্ঠির নব-বস্ত্র পরিধান করে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে, তার পরিবার, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে অর্চনা করলেন এবং তাদের সকলকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করলেন। অতিথিরা অতঃপর তাদের গৃহে প্রস্থান করলেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর প্রিয়জনবর্গের আসন্ন বিরহে এতটাই কাতর ছিলেন যে ভগবান কৃষ্ণসহ তার আরও কয়েকজন আত্মীয়কে তিনি আরও কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থাকতে বাধ্য করলেন।

বহু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে ময়দানব দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত ঐশ্বর্য দর্শন করে রাজা দুর্যোধন ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠির তার রাজসভায় বসেছিলেন। তার অধস্তনবর্গ ও পরিবারের সদস্যগণের উপস্থিতিতে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান চমৎকারিত্ব প্রকাশ করছিলেন। সেই সময় দুর্যোধন এক অস্থির মনোভাবের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করল। ময়দানবের মায়িক শিল্পকৌশল দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দুর্যোধন মেঝের অংশকে জল বলে ভুল করে তার বস্ত্র উত্তোলিত করল এবং একস্থানে জলকে মেঝে মনে করায় সে জলের মধ্যে পতিত হল। যখন ভীমসেন, সভার রমণীরা এবং রাজন্যবর্গ তা দর্শন করলেন, তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠির তাদের থামাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাদের হাসতে উৎসাহিত করলেন।

সম্পূর্ণরূপে বিব্রত দুর্যোধন ক্রোধভরে সেই সভা ত্যাগ করল এবং তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুরের উদ্দেশে প্রস্থান করল।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
সর্বে মুমুদিরে ব্রহ্মণ্ নৃদেবা যে সমাগতাঃ ॥ ১ ॥
দুর্যোধনং বর্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা (পরীক্ষিৎ) বললেন; **অজাত-শত্রোঃ**—যুধিষ্ঠিরের, যার শত্রু কখনও জন্মায়নি; **তম্**—সেই; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রাজসূয়**—রাজসূয় যজ্ঞের; **মহা**—মহা; **উদয়ম্**—উৎসবময়তা; **সর্বে**—সকলে; **মুমুদিরে**—আনন্দিত হয়েছিল; **ব্রহ্মণ**—হে ব্রাহ্মণ (শুকদেব); **নৃ-দেবাঃ**—রাজারা; **যে**—যে; **সমাগতাঃ**—সমাগত; **দুর্যোধনম্**—দুর্যোধন; **বর্জয়িত্বা**—ব্যতীত; **রাজানঃ**—রাজারা; **স**—সহ একত্রে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিরা; **সুরাঃ**—এবং দেবতারা; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করেছি; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **ভগবন্**—হে প্রভু; **তত্র**—তার; **কারণম্**—কারণ; **উচ্যতাম্**—দয়া করে বলুন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছি সেই অনুসারে একমাত্র দুর্যোধন ব্যতীত সমবেত সকল রাজা, ঋষি ও দেবতারা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অপূর্ব উৎসবময়তা দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। হে প্রভু, দয়া করে আমাকে বলুন, কেন এমন হয়েছিল।

শ্লোক ৩

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ ।
বান্ধবাঃ পরিচর্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীবাদরায়ণি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **পিতামহস্য**—পিতামহের; **তে**—আপনার; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **রাজসূয়ে**—রাজসূয়; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মার; **বান্ধবাঃ**—পরিবারের সদস্যবৃন্দ; **পরিচর্যায়াম্**—পরিচর্যায়; **তস্য**—তাঁর; **আসন্**—ছিলেন; **প্রেম**—প্রেম দ্বারা; **বন্ধনাঃ**—যিনি বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—আপনার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে তাঁর বিনীত সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়বর্গকে যজ্ঞে বিভিন্ন কর্তব্য গ্রহণের জন্য জোর করেননি। বরং তার জন্য তাদের প্রেমবশত তারা স্বেচ্ছায় এই ধরনের কর্তব্যসমূহ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৪-৭

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ ।
সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে ॥ ৪ ॥
গুরুশুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে ।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥ ৫ ॥
যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দ্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ ।
বাহ্লীকপুত্রা ভূর্যাদ্যা যে চ সন্তর্দনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥
নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্মসু তে তদা ।
প্রবর্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৭ ॥

ভীমঃ—ভীম; **মহানস**—রান্নাঘরের; **অধ্যক্ষঃ**—অধ্যক্ষ; **ধন**—কোষাগারের; **অধ্যক্ষঃ**—অধ্যক্ষ; **সুযোধনঃ**—সুযোধন (দুর্যোধন); **সহদেবঃ**—সহদেব; **তু**—এবং; **পূজায়াম্**—পূজায় (সমাগত অতিথিদের); **নকুলঃ**—নকুল; **দ্রব্য**—প্রয়োজনীয় বস্তু; **সাধনে**—সংগ্রহে; **গুরু**—শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের; **শুশ্রূষণে**—সেবায়; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **পাদ**—পদদ্বয়; **অবনেজনে**—ধৌত করণে; **পরিবেষণে**—(খাদ্য) পরিবেশনে; **দ্রুপদ-জা**—দ্রুপদের কন্যা (দ্রৌপদী); **কর্ণঃ**—কর্ণ; **দানে**—দান কার্যে; **মহা-মনাঃ**—মহামতী; **যুযুধানঃ বিকর্ণঃ চ**—যুযুধান এবং বিকর্ণ; **হার্দিক্যঃ বিদুর-আদয়ঃ**—হার্দিক্য (কৃতবর্মা), বিদুর ও অন্যান্যরা; **বাহ্লীক-পুত্রাঃ**—বাহ্লীক রাজের পুত্ররা; **ভূরি-আদ্যাঃ**—ভূরিশ্রবা প্রমুখ; **যে**—যে; **চ**—এবং; **সন্তর্দন-আদয়ঃ**—সন্তর্দন প্রভৃতি; **নিরূপিতাঃ**—নিযুক্ত; **মহা**—বিশাল; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **নানা**—বিভিন্ন; **কর্মসু**—কর্তব্যসমূহে; **তে**—তারা; **তদা**—সেই সময়ে; **প্রবর্তন্তে স্ম**—প্রবৃত্ত হলেন; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র (পরীক্ষিৎ); **রাজ্ঞঃ**—রাজার (যুধিষ্ঠির); **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **চিকীর্ষবঃ**—করবার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

ভীম রান্নাঘরের অধ্যক্ষতা করতেন, দুর্যোধন কোষাগার দেখাশোনা করতেন এবং সহদেব শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাগত অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করতেন। নকুল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন। অর্জুন শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদের যত্ন গ্রহণ করতেন এবং কৃষ্ণ প্রত্যেকের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করতেন আর দ্রৌপদী খাদ্য পরিবেশন করতেন ও দাতা কর্ণ উপহার প্রদান করতেন। আরও অনেকে যেমন যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, ভূরিশ্রবা ও বাহ্লীকের অন্যান্য পুত্ররা এবং সন্তর্দন একইভাবে মহাযজ্ঞের সময় স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কর্তব্য করেছিলেন। হে রাজেন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহের জন্যই তারা তা করেছিলেন।

শ্লোক ৮

ঋত্বিক্‌সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু
স্বিষ্টেষু সুনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ ।
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে
চক্রুস্ততস্ত্ববভৃথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্ ॥ ৮ ॥

ঋত্বিক্—পুরোহিতরা; সদস্য—সভার বিশিষ্ট সদস্যরা যারা যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করেছিলেন; বহু-বিৎসু—যারা বহু শাস্ত্রজ্ঞ; সুহৃত্-তমেষু—এবং শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষীরা; সু—সু; ইষ্টেষু—সম্মানিত হয়ে; সুনৃত—মধুর বচন দ্বারা; সমর্হণ—পবিত্র নিবেদনসমূহ; দক্ষিণাভিঃ—এবং শ্রদ্ধা প্রকাশকারী উপহারসমূহ; চৈদ্যে—চেদির রাজা (শিশুপাল); চ—এবং; সাত্বতপতেঃ—সাত্বতদের প্রভুর (কৃষ্ণ); চরণম্—পাদদ্বয়; প্রবিষ্টে—প্রবেশ করলে; চক্রুঃ—তারা সম্পাদন করলেন; ততঃ—তখন; তু—এবং; অবভৃথ-স্নপনম্—অবভৃথ স্নান, যা যজ্ঞকে সম্পূর্ণ করে; দ্যু—স্বর্গের; নদ্যাম্—(যমুনা) নদীতে।

অনুবাদ

পুরোহিতরা, বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা, শাস্ত্রজ্ঞ সাধুরা এবং রাজার পরম অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলে মধুর বচন, পবিত্র নৈবেদ্য ও পারিশ্রমিকরূপে বিভিন্ন উপহারাদি দ্বারা যথাযথরূপে সম্মানিত হলে এবং সাত্বতদের প্রভুর পাদপদ্মে চেদিরাজ প্রবেশ করলে পরে দিব্য নদী যমুনায় অবভৃথ স্নান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বিশিষ্ট অতিথিদের যে উপহার প্রদান করা হয়েছিল তাতে মূল্যবান রত্নালঙ্কারও ছিল।

শ্লোক ৯

মৃদঙ্গশঙ্খপণবধুন্ধুর্যানকগোমুখাঃ ।
বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে ॥ ৯ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **পণব**—ছোট ঢোল; **ধুন্ধুরি**—সৈন্যবাহিনীর এক ধরনের বৃহৎ ঢোল; **আনক**—দুন্দুভি; **গো-মুখাঃ**—একটি বায়ু যন্ত্র; **বাদিত্রাণি**—সঙ্গীত; **বিচিত্রাণি**—বিচিত্র; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হচ্ছিল; **আবভৃথ**—অবভৃথ স্নানের; **উৎসবে**—উৎসবের সময়।

অনুবাদ

অবভৃথ উৎসবের সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুন্ধুরী, আনক ও গোমুখ শিঙা সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল।

শ্লোক ১০

নার্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা যূথশো জগুঃ ।
বীণাবেণুতলোন্নাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

নার্তক্য—নর্তকীরা; **নণৃতুঃ**—নৃত্য করছিল; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দে; **গায়কাঃ**—গায়কেরা; **যূথশঃ**—দলবদ্ধভাবে; **জগুঃ**—গান করছিল; **বীণা**—বীণার; **বেণু**—বেণু; **তল**—এবং করতাল; **উন্নাদঃ**—উচ্চ ধ্বনি; **তেষাম্**—তাদের; **সঃ**—তা; **দিবম্**—স্বর্গ; **অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করেছিল।

অনুবাদ

নর্তকীরা আনন্দে নৃত্য করছিল এবং গায়কেরা দলবদ্ধভাবে গান করছিল আর বীণা, বেণু ও করতালের উচ্চ ধ্বনি স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

শ্লোক ১১

চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্বভিঃ ।
সুলঙ্কৃতৈর্ভটৈর্ভূপা নির্যযুঃ রুক্মমালিনঃ ॥ ১১ ॥

চিত্র—বিভিন্ন রঙের; **ধ্বজ**—পতাকা দ্বারা; **পতাক**—এবং দুই প্রান্তে দণ্ডযুক্ত শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত পতাকা; **অগ্রৈঃ**—উত্তম; **ইভ**—হস্তী দ্বারা; **ইন্দ্র**—রাজকীয়ভাবে; **স্যন্দন**—রথ; **অর্বভিঃ**—এবং অশ্বসমূহ; **সু-অলঙ্কৃতৈঃ**—সুসজ্জিত; **ভটৈঃ**—পদাতিক সেনা দ্বারা; **ভূ-পাঃ**—রাজাগণ; **নির্যযুঃ**—গমন করলেন; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মালিনঃ**—কণ্ঠহার পরিধান করে।

অনুবাদ

সকল রাজারা স্বর্ণ কণ্ঠহার পরিধান করে অতঃপর যমুনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রঙের এক দণ্ড ও দুই দণ্ডের পতাকা এবং তারা সুসজ্জিত রাজকীয় হস্তী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক বাহিনী সমন্বিত ছিলেন।

শ্লোক ১২

যদুসৃঞ্জয়কাম্বোজকুরুকেকয়কোশলাঃ ।
কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ১২ ॥

যদু-সৃঞ্জয়-কাম্বোজ—যদু, সৃঞ্জয় ও কাম্বোজরা; কুরু-কেকয়-কোশলাঃ—কুরু, কেকয় ও কোশলরা; কম্পয়ন্তঃ—কম্পিত করে; ভুবম—পৃথিবী; সৈন্যৈঃ—তাদের সৈন্যরা সহ; যজমান—যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী (মহারাজ যুধিষ্ঠির); পুরঃ-সরাঃ—তাদের অগ্রে স্থাপন পূর্বক।

অনুবাদ

যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশলদের সৈন্যরা পৃথিবী কম্পিত করে শোভাযাত্রায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুগমন করলেন।

শ্লোক ১৩

সদস্যর্ত্বিগ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ১৩ ॥

সদস্য—অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষকারীরা; ঋত্বিক্—পুরোহিতরা; দ্বিজ—এবং ব্রাহ্মণেরা; শ্রেষ্ঠাঃ—শ্রেষ্ঠ; ব্রহ্ম—বেদের; ঘোষেণ—ধ্বনির সঙ্গে; ভূয়সা—সমৃদ্ধ; দেব—দেবতারা; ঋষি—দিব্য ঋষিরা; পিতৃ—পিতৃপুরুষেরা; গন্ধর্বাঃ—এবং স্বর্গের গায়কেরা; তুষ্টুবুঃ—স্তুতি করেছিলেন; পুষ্প—পুষ্প; বর্ষিণঃ—বর্ষণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সভার পারিষদ, পুরোহিত ও অন্যান্য উত্তম ব্রাহ্মণেরা পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত করছিলেন এবং দেবতা, দিব্য ঋষি, পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বরা স্তুতি গান করছিলেন ও পুষ্প বর্ষণ করছিলেন।

শ্লোক ১৪

স্বলঙ্কৃতা নরা নার্যো গন্ধস্রগ্ভূষণাম্বরৈঃ ।
বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহ্রুর্বিবিধৈ রসৈঃ ॥ ১৪ ॥

সু-অলঙ্কৃতাঃ—উত্তমরূপে সজ্জিতা; **নরাঃ**—নর; **নার্যঃ**—এবং নারীরা; **গন্ধ**—চন্দন দ্বারা; **স্রক্**—ফুলমালা; **ভূষণ**—রত্নালঙ্কার; **অম্বরৈঃ**—এবং বস্ত্র; **বিলিম্পন্ত্যঃ**—অনুলিপ্ত করে; **অভিষিঞ্চন্ত্যঃ**—এবং অভিষিক্ত করে; **বিজহ্রুঃ**—তারা ক্রীড়া করলেন; **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **রসৈঃ**—রস দ্বারা।

অনুবাদ

চন্দন, পুষ্প মাল্য, রত্নালঙ্কার ও সুন্দর বসনে সুশোভিত সকল নর-নারীরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত ও অনুলিপ্ত করে ক্রীড়া করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তৈলগোরসগন্ধোদহরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ ।
পুম্ভির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহ্রুর্বারযোষিতঃ ॥ ১৫ ॥

তৈল—তেল; **গো-রস**—দধি; **গন্ধ-উদ**—সুগন্ধিজল; **হরিদ্রা**—হলুদ; **সান্দ্রা**—ঘন; **কুঙ্কুমৈঃ**—এবং কুঙ্কুম দ্বারা; **পুম্ভিঃ**—পুরুষদের দ্বারা; **লিপ্তাঃ**—লিপ্ত হয়ে; **প্রলিম্পন্ত্যঃ**—পরিবর্তে তাদের লিপ্ত করে; **বিজহ্রুঃ**—ক্রীড়া করেছিল; **বার-যোষিতঃ**—বারাঙ্গনারা।

অনুবাদ

পুরুষেরা বারাঙ্গনাদের যথেষ্ট তেল, দধি, সুগন্ধী জল, হলুদ ও গুঁড়ো কুঙ্কুম লেপন করে দিলেন এবং বারাঙ্গনারাও ক্রীড়াচ্ছলে সেই একই বস্তুসমূহ পুরুষদের লেপন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এই দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—"ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের নর-নারী সকলে নানা সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, রত্নালঙ্কার ও রঙীন বেশভূষায় সজ্জিত হলেন। দুধ, ননী, দই, জল ও কুমকুম আদি তরল পদার্থ একে অপরের দেহে নিক্ষেপ করে, কেউ কেউ এমনকি অন্যের শরীরে লেপন করে ঐ মহোৎসবে আনন্দ উপভোগ করলেন। বারবনিতারাও আনন্দে এই উৎসবে পুরুষদের দেহে ঐ তরল পদার্থ লিপ্ত করল আর পুরুষরাও তাদের প্রতি একইভাবে আচরণ করল। হলুদ ও কুমকুম মিশ্রিত ঐ পদার্থে তাঁদের দেহ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠল।"

শ্লোক ১৬

গুপ্তা নৃভির্নিরগমন্নুপলব্ধুমেতদ্-
দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্নৃদেব্যো ।

তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষিচ্যমানাঃ
সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥ ১৬ ॥

গুপ্তাঃ—প্রহরারত হয়ে; **নৃভিঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **নির্গমন্**—তারা নির্গত হয়েছিলেন; **উপলব্ধুম্**—দর্শন করার জন্য; **এতৎ**—এই; **দেব্যঃ**—দেবপত্নীরা; **যথা**—যেমন; **দিবি**—আকাশে; **বিমান**—তাদের আকাশযানে; **বরৈঃ**—উত্তম; **নৃ-দেব্যঃ**—রাণীরা (রাজা যুধিষ্ঠিরের); **তাঃ**—তারা; **মাতুলেয়**—তাদের মাতুল পুত্রদের দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভ্রাতারা, যেমন গদ ও সারণ); **সখিভিঃ**—এবং তাদের বন্ধু দ্বারা (যেমন ভীম ও অর্জুন); **পরিষিচ্যমানাঃ**—অভিষিক্ত হয়ে; **স-ব্রীড়**—লজ্জা; **হাস**—হাস্য সহ; **বিকসৎ**—প্রফুল্ল; **বদনাঃ**—যাঁদের মুখমণ্ডল; **বিরেজুঃ**—তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন।

অনুবাদ

প্রহরী পরিবৃত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাণীরা উৎসব দর্শন করার জন্য তাদের রথে আরোহণ করে নির্গত হলেন, ঠিক যেভাবে দেবতাদের পত্নীরা দিব্য আকাশযানে আকাশে উপস্থিত হন। মাতুল পুত্র ও অন্তরঙ্গ সখারা রাণীদের রসে অভিষিক্ত করলে পর সলজ্জ হাস্যযুক্ত প্রফুল্ল বদন, রাণীদের দীপ্তিমান সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল।

তাৎপর্য

মাতুল পুত্র বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভ্রাতা গদ ও সারণকে বোঝানো হয়েছে এবং বন্ধু বলতে ভীম ও অর্জুনকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

তা দেবরানুত সখীন্ সিষিচুর্দৃতীভিঃ
ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ
ক্ষোভং দধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ ॥ ১৭ ॥

তাঃ—তারা, রাণীরা; **দেবরান্**—তাদের দেবর; **উত**—এবং আরও; **সখীন্**—তাদের বন্ধুদের; **সিষিচুঃ**—তারা সেচন করলেন; **দৃতীভিঃ**—পিচকারী দ্বারা; **ক্লিন্ন**—সিক্ত; **অম্বরাঃ**—যাদের পরিধেয়; **বিবৃত**—দৃশ্যমান; **গাত্র**—যাদের বাহুদ্বয়; **কুচ**—স্তনদ্বয়; **ঊরু**—ঊরু; **মধ্যাঃ**—এবং কোমর; **ঔৎসুক্য**—তাদের উত্তেজনাবশত; **মুক্ত**—মুক্ত; **কবরাৎ**—তাদের চুলের খোঁপা থেকে; **চ্যবমান**—স্খলিত; **মাল্যাঃ**—ছোট ফুলমালা; **ক্ষোভম্**—ক্ষোভ; **দধুঃ**—তারা সৃষ্টি করলেন; **মল**—কলুষ; **ধীয়াম্**—তাদের জন্য, যাদের চেতনা; **রুচিরৈঃ**—মধুর; **বিহারৈঃ**—তাদের ক্রীড়া দ্বারা।

অনুবাদ

রাণীরা পিচকারী দ্বারা তাদের দেবর ও অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীদেরকে অভিষিক্ত করলে তাদের নিজ বসন তাদের বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, উরু ও কোমরকে প্রকাশিত করে সিক্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনাবশত তাদের স্খলিত খোঁপা থেকে ফুল পতিত হল। এই সকল মধুর ক্রীড়া দ্বারা তারা কলুষ চেতনা সম্পন্নদের ক্ষোভিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "শুদ্ধচিত্ত নর-নারীদের নিকট এই আচরণ উপভোগ্য আর কলুষিত-চিত্ত ব্যক্তিরা এই অবস্থায় কামলালসা দ্বারা প্রভাবিত হয়।"

শ্লোক ১৮

স সম্রাড্ রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্ ।
ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **সম্রাট্**—সম্রাট, যুধিষ্ঠির; **রথম্**—তার রথ; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **সৎ**—শ্রেষ্ঠ; **অশ্বম্**—যার অশ্বসমূহ; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মালিনম্**—মাল্য; **ব্যরোচত**—তিনি শোভা ধারণ করেছিলেন; **স্ব-পত্নীভিঃ**—তার পত্নীগণ সহ; **ক্রিয়াভিঃ**—তার ক্রিয়া দ্বারা; **ক্রতু**—যজ্ঞের; **রাট্**—রাজা (রাজসূয়); **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সম্রাট তার সুবর্ণ গলবন্ধনী পরিহিত শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ পূর্বক স্বীয় মহিষীদের সঙ্গে, ঠিক যেন বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা পরিবৃত উজ্জ্বল রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর রাণীদের সঙ্গে যেন তার সুন্দর ক্রিয়া দ্বারা পরিবৃত মূর্তিমান রাজসূয় যজ্ঞরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ ।
আচান্তং স্নাপয়াং চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া ॥ ১৯ ॥

পত্নী-সংযাজ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ও তার পত্নীর দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া যেখানে কোন কোন দেবতাদের পত্নী, সোম, ত্বষ্টা ও অগ্নির উদ্দেশে আহুতি নিবেদন করা হয়; **অবভৃথৈঃ**—যে ক্রিয়া যজ্ঞের সমাপ্তি ঘোষণা করে; **চরিত্বা**—সম্পাদন করার

পর; তে—তারা; তম্—তাকে; ঋত্বিজঃ—পুরোহিতগণ; আচান্তম্—শুদ্ধির জন্য আচমন করে; স্নাপয়াম্ চক্রুঃ—তারা তাকে স্নান করালেন; গঙ্গায়াম্—গঙ্গায়; সহ—সহ; কৃষ্ণয়া—দ্রৌপদী।

অনুবাদ

পুরোহিতরা পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ্য নামক শেষ ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে রাজাকে অতঃপর রাণী দ্রৌপদী সহ আচমন ক্রিয়া ও গঙ্গায় স্নান করালেন।

শ্লোক ২০

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্ ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥ ২০ ॥

দেব—দেবতাদের; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভি; নেদুঃ—ধ্বনিত হল; নর—মানুষের; দুন্দুভিভিঃ—দুন্দুভি; সমম্—একত্রে; মুমুচুঃ—মুক্ত করেছিলেন; পুষ্প—ফুলের; বর্ষাণি—বর্ষণ; দেব—দেবতারা; ঋষি—ঋষিরা; পিতৃ—পূর্বপুরুষেরা, মানবাঃ—এবং মানুষেরা।

অনুবাদ

মানুষের দুন্দুভির সঙ্গে দেবতাদের দুন্দুভিও ধ্বনিত হল। দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও মানুষেরা সকলে পুষ্প বৃষ্টি করলেন।

শ্লোক ২১

সস্নুস্তত্র ততঃ সর্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ ।
মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২১ ॥

সস্নুঃ—স্নান করেছিলেন; তত্র—সেখানে; ততঃ—তারপর; সর্বে—সকলে; বর্ণাশ্রম—পবিত্র পেশা ও পারমার্থিক পর্যায়ের সামাজিক পন্থা; যুতাঃ—যুক্ত; নরাঃ—মানুষেরা; মহা—মহা; পাতকী—পাপী; অপি—এমন কি; যতঃ—যার দ্বারা; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; মুচ্যেত—মুক্ত হতে পারে; কিল্বিষাৎ—কলুষ হতে।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সকল পুরবাসীরা তারপর সেই স্থানে স্নান করলেন যেখানে স্নান করে চরম পাপীও তৎক্ষণাৎ সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২২

অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ ।
ঋত্বিক্‌সদস্যবিপ্রাদীনানর্চাভরণাম্বরৈঃ ॥ ২২ ॥

অথ—অতঃপর; রাজা—রাজা; অহতে—নূতন; ক্ষৌমে—এক জোড়া রেশমী বস্ত্র; পরিধায়—পরিধান করে; সু-অলঙ্কৃতঃ—সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে; ঋত্বিক—পুরোহিতগণ; সদস্য—সভাসদ; বিপ্র—ব্রাহ্মণগণ; আদীন্—এবং অন্যান্যদের; আনর্চ—তিনি অর্চনা করেছিলেন; আভরণ—অলঙ্কার দ্বারা; অম্বরৈঃ—এবং বস্ত্র।

অনুবাদ

অতঃপর রাজা নূতন রেশমী বস্ত্র পরিধান করলেন এবং নিজেকে সুন্দর রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করলেন। তারপর তিনি পুরোহিত, সভাসদ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করে সম্মানিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "রাজা কেবলমাত্র নিজেই বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কারে বিভূষিত হলেন না, তিনি সকল পুরোহিতগণকে যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদেরও বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাদের সকলের অর্চনা করেছিলেন।"

শ্লোক ২৩

বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ মিত্রসুহৃদোঽন্যাংশ্চ সর্বশঃ ।
অভীক্ষ্ণং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥

বন্ধূন্—বন্ধু; জ্ঞাতীন্—জ্ঞাতি; নৃপান্—রাজাগণ; মিত্র—মিত্র; সুহৃদঃ—এবং শুভাকাঙ্ক্ষী; অন্যান্—অন্যান্য; চ—ও; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে; অভীক্ষণম্—নিরন্তর; পূজয়াম্ আস—পূজা করেছিলেন; নারায়ণ-পরঃ—ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ; নৃপঃ—রাজা।

অনুবাদ

যিনি সর্বতোভাবে তার জীবন ভগবান নারায়ণকে উৎসর্গ করেছেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির বিভিন্নভাবে অবিরত তার আত্মীয়, জ্ঞাতি, অন্যান্য রাজা, তার মিত্র ও সুহৃদ এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

সর্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্রগ্-
উষ্ণীষকঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ ।
নার্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্ট-
বক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বে—সকল; **জনাঃ**—পুরুষদের; **সুর**—দেবতাদের মতো; **রুচঃ**—দিব্যকান্তি; **মণি**—মণিময়; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দ্বারা; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **উষ্ণীষ**—উষ্ণীষ; **কঞ্চুক**—কঞ্চুক; **দুকূল**—রেশমী বস্ত্র; **মহা-অর্ঘ্য**—অত্যন্ত মূল্যবান; **হারাঃ**—এবং মুক্তার কণ্ঠহার; **নার্যঃ**—নারীরা; **চ**—এবং; **কুণ্ডল**—কুণ্ডলের; **যুগ**—জোড়া দ্বারা; **অলক-বৃন্দ**—এবং অলকরাজি; **জুষ্ট**—শোভিত হয়েছিলেন; **বক্ত্র**—যার মুখমণ্ডলের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **কনক**—স্বর্ণ; **মেখলয়া**—কোমর বন্ধনী দ্বারা; **বিরেজুঃ**—উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন।

অনুবাদ

সেখানকার সকল পুরুষদের দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। তারা মণিময় কুণ্ডল, পুষ্পমাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, রেশমী ধুতি ও মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহারে শোভিত ছিলেন। নারীরা মানানসই কুণ্ডল ও অলক দ্বারা তাদের সুন্দর মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করে তুলেছিলেন এবং তারা সকলেই স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫-২৬

অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ ॥ ২৫ ॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ ॥ ২৬ ॥

অথ—অতঃপর; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতরা; **মহা-শীলাঃ**—উন্নত চরিত্রের; **সদস্যাঃ**—সদস্যেরা; **ব্রহ্ম**—বেদের; **বাদিনঃ**—দক্ষ তত্ত্ববিদেরা; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণেরা; **ক্ষত্রিয়**—ক্ষত্রিয়রা; **বিট্**—বৈশ্যেরা; **শূদ্রাঃ**—এবং শূদ্রেরা; **আজানঃ**—রাজারা; **যে**—যে; **সমাগতাঃ**—আগমন করেছিলেন; **দেব**—দেবতারা; **ঋষি**—ঋষিরা; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষরা; **ভূতানি**—এবং ভূতেরা; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পালাঃ**—শাসকগণ; **সহ**—সহ; **অনুগাঃ**—তাদের অনুচরেরা; **পূজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **তম্**—তার কাছ থেকে; **অনুজ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **স্ব**—তাদের আপন; **ধামানি**—ধামের দিকে; **যযুঃ**—তারা গমন করলেন; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, তখন উচ্চ-কৃষ্টিসম্পন্ন পুরোহিতরা, মহান বৈদিক তত্ত্ববিদেরা যারা যজ্ঞের সাক্ষীরূপে সেবা করছিলেন, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত রাজারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও ভূতেরা এবং গ্রহসমূহের প্রধান শাসকগণ ও তাদের অনুচরেরা—রাজা যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত সকলেই তার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাদের নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ২৭

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্মর্ত্যোঽমৃতং যথা ॥ ২৭ ॥

হরি—শ্রীকৃষ্ণের; দাসস্য—দাসের; রাজ-ঋষেঃ—সাধুমনোভাবাপন্ন রাজার; রাজসূয়—রাজসূয় যজ্ঞের; মহা-উদয়ম্—মহোৎসব; ন—না; এব—বস্তুত; অতৃপ্যন্—তারা তৃপ্ত হলেন; প্রশংসন্তঃ—মহিমা কীর্তন পূর্বক; পিবন্—পান করে; মর্ত্যঃ—এক নশ্বর মানুষ; অমৃতম্—অমৃত; যথা—যেমন।

অনুবাদ

ভগবান হরির সেবক ও পরম মহাত্মন রাজা দ্বারা সম্পাদিত অপূর্ব রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেও তাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না, ঠিক যেমন একজন সাধারণ মানুষ অমৃত পান করে কখনও তৃপ্ত হন না।

শ্লোক ২৮

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
প্রেম্ণা নিবারয়ামাস কৃষ্ণং চ ত্যাগকাতরঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ—তখন; যুধিষ্ঠিরঃ রাজা—রাজা যুধিষ্ঠির; সুহৃৎ—তার বন্ধুগণ; সম্বন্ধি—পরিবারের সদস্যবর্গ; বান্ধবান্—এবং আত্মীয়দের; প্রেম্ণা—প্রেমবশত; নিবারয়াম্ আস—তাদের নিবৃত্ত করলেন; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; চ—এবং; ত্যাগ—বিচ্ছেদ দ্বারা; কাতরঃ—কাতর।

অনুবাদ

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণসহ তার কিছু সংখ্যক সুহৃৎ, জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়দেরকে প্রস্থান থেকে বিরত করলেন। প্রেমবশত যুধিষ্ঠির তাদের যেতে দিতে পারছিলেন না কারণ তিনি আসন্ন বিরহ বেদনা অনুভব করছিলেন।

শ্লোক ২৯

ভগবানপি তত্রাঙ্গ ন্যাবাৎসীৎ তৎপ্রিয়ঙ্করঃ ।
প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্ ॥ ২৯ ॥

ভগবান্—ভগবান; **অপি**—এবং; **তত্র**—সেখানে; **অঙ্গ**—হে বৎস (রাজা পরীক্ষিৎ); **ন্যাবাৎসীৎ**—অবস্থান করলেন; **তৎ**—তার জন্য (যুধিষ্ঠিরের); **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্ট; **করঃ**—করার জন্য; **প্রস্থাপ্য**—প্রেরণ করে; **যদু-বীরান্**—যদুবংশের বীরগণ; **চ**—এবং; **সাম্ব-আদীন্**—সাম্ব প্রমুখ দ্বারা; **চ**—এবং; **কুশস্থলীম্**—দ্বারকার উদ্দেশে।

অনুবাদ

বৎস পরীক্ষিৎ, প্রথমে সাম্ব ও অন্যান্য যদুবীরদের দ্বারকায় প্রেরণ করার পর রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবান সেখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলেন।

শ্লোক ৩০

ইত্থং রাজা ধর্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্ ।
সুদুস্তরং সমুত্তীর্য কৃষ্ণেনাসীদ্ গতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **রাজা**—রাজা; **ধর্ম**—ধর্মরাজ (যমরাজ); **সুতঃ**—পুত্র; **মনঃ-রথ**—তার বাসনার; **মহা**—মহা; **অর্ণবম্**—সমুদ্র; **সু**—অত্যন্ত; **দুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **সমুত্তীর্য**—সফলতার সঙ্গে পার হয়ে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মাধ্যমে; **আসীৎ**—তিনি হলেন; **গত-জ্বরঃ**—তার জ্বর অবস্থা থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার বিশাল ও ভয়ঙ্কর কামনার সমুদ্র সফলতার সঙ্গে পার হয়ে তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছেন যে রাজা যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠতা ও তাঁর শরণাগতজনের কৃপা লাভ জগতকে প্রদর্শন করার জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেটি করার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির একটি অত্যন্ত কঠিন কর্তব্য, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন—"এই জড় জগতে প্রত্যেকেরই এক বিশেষ ধরনের মনস্কামনা রয়েছে, কিন্তু কেউই পূর্ণ মাত্রায় তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। অথচ কৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে এই মহান অনুষ্ঠান হচ্ছে অসীম মনোরথের মহার্ণব। একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই মহার্ণব দুরতিক্রম্য হলেও, ভগবান কৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ যুধিষ্ঠির অনায়াসেই তা অতিক্রম করলেন এবং সকল দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন।"

শ্লোক ৩১

একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্যোধনঃ শ্রিয়ম্ ।
অতপ্যৎ রাজসূয়স্য মহিত্বং চাচ্যুতাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

একদা—একদিন; অন্তঃপুরে—প্রাসাদ অভ্যন্তরে; তস্য—তার (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের); বীক্ষ্য—নিরীক্ষণ করে; দুর্যোধনঃ—দুর্যোধন; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য; অতপ্যৎ—তিনি সন্তপ্ত হয়েছিলেন; রাজসূয়স্য—রাজসূয় যজ্ঞের; মহিত্বম্—মহিমা; চ—এবং; অচ্যুত-আত্মনঃ—তার (রাজা যুধিষ্ঠির), যার আত্মা ছিলেন ভগবান অচ্যুত।

অনুবাদ

একদিন দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদের ঐশ্বর্যসমূহ নিরীক্ষণ করতে করতে রাজসূয় যজ্ঞ ও তার অনুষ্ঠানকারী অচ্যুত-আত্মন রাজা, উভয়েরই মহিমা দ্বারা অত্যন্ত সন্তাপ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

যস্মিন্নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্র সুরেন্দ্রলক্ষ্মীর্
নানা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপকল্পাঃ ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে
যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ ॥ ৩২ ॥

যস্মিন্—যেখানে (প্রাসাদ); নর-ইন্দ্র—মনুষ্যগণের রাজাদের; দিতিজ-ইন্দ্র—দানবগণের রাজাদের; সুর-ইন্দ্র—এবং দেবতাগণের রাজাদের; লক্ষ্মীঃ—ঐশ্বর্যসমূহ; নানা—বিবিধ; বিভান্তি—প্রকাশিত হয়েছিল; কিল—বস্তুত; বিশ্ব-সৃজা—বিশ্বস্রষ্টা (ময়দানব); উপকল্পাঃ—বিরচিত; তাভিঃ—তাদের সঙ্গে; পতীন্—তার পতিগণ, পাণ্ডববৃন্দ; দ্রুপদ-রাজ—দ্রুপদ রাজার; সুতা—কন্যা, দ্রৌপদী; উপতস্থে—সেবা করতেন; যস্যাম্—যার প্রতি; বিষক্ত—আসক্ত; হৃদয়ঃ—যার হৃদয়; কুরু-রাট্—কুরু-রাজ, দুর্যোধন; অতপ্যৎ—সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে বিশ্বস্রষ্টা ময়দানব দ্বারা আনীত মানব, দানব ও দেবতাদের রাজাদের সকল সংগৃহীত ঐশ্বর্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছিল। সেই সকল ঐশ্বর্যের মধ্যে দ্রৌপদী তার পতিদের সেবা করছিলেন এবং যেহেতু কুরুরাজ দুর্যোধন তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তিনি সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

শ্লোক ৩৩

যস্মিন্ তদা মধুপতের্মহিষীসহস্রং
শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভম্ ।
মধ্যে সুচারুকুচকুঙ্কুমশোণহারং
শ্রীমন্মুখং প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—যেখানে; **তদা**—সেই সময়; **মধু**—মথুরার; **পতেঃ**—অধিপতির; **মহিষী**—রাণীগণ; **সহস্রম্**—সহস্র; **শ্রোণী**—তাদের নিতম্বের; **ভারেন**—ভারে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **ক্বণৎ**—নূপুরধ্বনি পূর্বক; **অঙ্ঘ্রি**—যাদের পাদদ্বয়ের; **শোভম্**—শোভা; **মধ্যে**—মধ্যে (কোমর); **সু-চারু**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **কুচ**—তাদের স্তন হতে; **কুঙ্কুম**—গুড়ো কুঙ্কুম দ্বারা; **শোণ**—অরুণবর্ণের; **হারম্**—যাদের মুক্তার কণ্ঠহার; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **মুখম্**—যাদের মুখমণ্ডল; **প্রচল**—চঞ্চল; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দ্বারা; **কুন্তল**—এবং অলকরাশি; **আঢ্যম্**—সম্পন্ন।

অনুবাদ

ভগবান মধুপতির সহস্র রাণীরাও সেই প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তাদের নিতম্বভারে তাদের চরণদ্বয় ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছিল আর মধুরভাবে চরণের নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল। তাদের মধ্যভাগ ছিল সুরম্য, তাদের স্তনের কুঙ্কুম থেকে তাদের মুক্তার কণ্ঠহার রঞ্জিত হয়েছিল এবং তাদের দোদ্যুলমান কুণ্ডল ও উড়ন্ত অলকরাশি তাদের মুখমণ্ডলের অসাধারণ সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদে এইসব অনিন্দ্য সুন্দর রমণীকুলকে দেখে দুর্যোধন খুব ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। বিশেষভাবে দ্রৌপদীর রূপলাবণ্য দর্শন করে সে অতীব ঈর্ষান্বিত ও কামলোলুপ হয়ে উঠল, কেননা পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাহের সূচনা থেকেই সে দ্রৌপদীকে বিশেষভাবে কামনা করেছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দুর্যোধনও উপস্থিত ছিল এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে সেও দ্রৌপদীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে লাভ করতে সমর্থ হয়নি।"

শ্লোক ৩৪-৩৫

সভায়াং ময়কল্পায়াং ক্বাপি ধর্মসুতোঽধিরাট্ ।
বৃতোঽনুগৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা ॥ ৩৪ ॥

আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব ।
পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

সভায়াম্—সভাগৃহ মধ্যে; **ময়**—ময়দানব দ্বারা; **ক্লৃপ্তায়াম্**—নির্মিত; **ক অপি**—কোন এক সময়ে; **ধর্ম-সুতঃ**—যমরাজের পুত্র (যুধিষ্ঠির); **অধিরাট্**—সম্রাট; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অনুগৈঃ**—তাঁর অনুচরদের দ্বারা; **বন্ধুভিঃ**—তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা; **চ**—এবং; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অপি**—ও; **স্ব**—তার নিজ; **চক্ষুষা**—চক্ষু; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট ছিলেন; **কাঞ্চনে**—স্বর্ণ নির্মিত; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **আসনে**—একটি সিংহাসনে; **মঘবান্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ইব**—যেন; **পারমেষ্ঠ্য**—ব্রহ্মার অথবা পরম শাসকের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যসমূহ দ্বারা; **জুষ্টঃ**—সমন্বিত; **স্তূয়মানঃ**—স্তুত হয়ে; **চ**—এবং; **বন্দিভিঃ**—সভা কবিদের দ্বারা।

অনুবাদ

একদিন এমন ঘটল যে ধর্মপুত্র সম্রাট যুধিষ্ঠির ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে ঠিক ইন্দ্রের মতো স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গে তার অনুচরেরা, তার পরিবারের সদস্যেরা এবং তার বিশেষ চক্ষু স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করে রাজা যুধিষ্ঠির সভা কবিদের দ্বারা স্তুত হচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ চক্ষুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ কোনটি মঙ্গলজনক আর কোনটি মঙ্গলজনক নয় সেই সম্বন্ধে তিনি তাকে উপদেশ প্রদান করতেন।

শ্লোক ৩৬

তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ ।
কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন্ রুষা ॥ ৩৬ ॥

তত্র—সেখানে; **দুর্যোধনঃ**—দুর্যোধন; **মানী**—অহংকারী; **পারীতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ভ্রাতৃভিঃ**—তার ভ্রাতাগণ দ্বারা; **নৃপ**—হে রাজন; **কিরীট**—একটি মুকুট পরিহিত; **মালী**—এবং একটি কণ্ঠহার; **ন্যবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **অসি**—একটি তরবারি; **হস্তঃ**—তার হাতে; **ক্ষিপন্**—অপমান করতে করতে (দ্বার-রক্ষীদের); **রুষা**—ক্রুদ্ধভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন, অহংকারী দুর্যোধন তার হাতে একটি তরবারি ধারণ করে এবং একটি মুকুট ও কণ্ঠহার পরিধান করে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে দ্বার-রক্ষীদের অপমান করতে করতে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে দুর্যোধন "সর্বদা ঈর্ষাপরায়ণ ও অভিমানী হওয়ায় সামান্য প্ররোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে সে দ্বাররক্ষীদের তীব্র ভর্ৎসনা করল।"

শ্লোক ৩৭

স্থলেঽভ্যগৃহ্ণাদ্বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেঽপতৎ ।
জলে চ স্থলবদ ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৭ ॥

স্থলে—স্থলভাগে; অভ্যগৃহ্ণাৎ—তিনি উত্তোলন করলেন; বস্ত্র—তার বস্ত্রের; অন্তম্—প্রান্তভাগ; জলম্—জল; মত্বা—মনে করে; স্থলে—এবং অন্য আরেকটি স্থানে; অপতৎ—তিনি পতিত হলেন; জলে—জলে; চ—এবং; স্থল—স্থল; বৎ—যেন; ভ্রান্ত্যা—ভ্রম দ্বারা; ময়—ময়দানবের; মায়া—মায়া দ্বারা; বিমোহিতঃ—বিমোহিত।

অনুবাদ

ময়দানবের জাদুর মাধ্যমে সৃষ্ট মায়া দ্বারা বিমোহিত দুর্যোধন শক্ত মেঝেকে জল বলে ভ্রম করেছিলেন এবং তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ উত্তোলন করেছিলেন এবং অন্য এক স্থানে তিনি জলকে শক্ত মেঝে মনে করে ভুল করে জলের মধ্যে পতিত হলেন।

শ্লোক ৩৮

জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োঽপরে ।
নিবার্যমাণা অপ্যঙ্গ রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

জহাস—হেসে উঠেছিলেন; ভীমঃ—ভীম; তম্—তাকে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; স্ত্রিয়ঃ—রমণীগণ; নৃ-পতয়ঃ—রাজারা; অপরে—এবং অন্যান্যরা; নিবার্যমাণাঃ—নিবারিত হয়েও; অপি—এমনকি; অঙ্গ—হে বৎস (পরীক্ষিৎ); রাজ্ঞা—রাজা (যুধিষ্ঠির) দ্বারা; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; অনুমোদিতাঃ—অনুমোদিত হয়ে।

অনুবাদ

বৎস পরীক্ষিৎ, তা দেখে ভীম হেসে উঠেছিলেন এবং রমণীরা, রাজারা ও অন্যান্যরাও হেসে উঠেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমোদন প্রদর্শন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে ভীম ও রমণীগণের দিকে দৃষ্টিপাতের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির তাদের হাসিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তার ভ্রু'র ইশারায় অনুমোদন প্রদান করলেন। ভগবান পৃথিবীতে আগমন করেছেন মন্দ রাজাগণের ভার দূরীভূত করার জন্য আর এই ঘটনাটি ভগবানের উদ্দেশ্য থেকে সম্পর্কহীন ছিল না।

শ্লোক ৩৯

স ব্রীড়িতোঽবাগ্‌বদনো রুষা জ্বলন্
নিষ্ক্রম্য তূষ্ণীং প্রযযৌ গজাহ্বয়ম্ ।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎসতাম্
অজাতশত্রুর্বিমনা ইবাভবৎ ।
বভূব তূষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং
সমুজ্জিহীর্ষুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, দুর্যোধন; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত হয়ে; **অবাক্**—অবনত করে; **বদনঃ**—মুখ; **রুষা**—ক্রোধে; **জ্বলন্**—জ্বলতে জ্বলতে; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **তূষ্ণীম্**—নীরবে; **প্রযযৌ**—তিনি গমন করলেন; **গজ-আহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুরে; **হা হা ইতি**—'হায় হায়'; **শব্দঃ**—শব্দ; **সু-মহান্**—অত্যন্ত উচ্চ; **অভূৎ**—উত্থিত হল; **সতাম্**—সাধুগণের থেকে; **অজাত-শত্রুঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির; **বিমনাঃ**—দুঃখিত; **ইব**—যেন; **অভবৎ**—হলেন; **বভূব**—ছিলেন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **ভগবান্**—ভগবান; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভরম্**—ভার; **সমুজ্জিহীর্ষুঃ**—হরণেচ্ছু; **ভ্রমতি স্ম**—(দুর্যোধন) বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; **যৎ**—যাঁর; **দৃশা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

অপমানিত হয়ে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে দুর্যোধন তার মুখ নীচু করে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে নির্গত হলেন এবং হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। উপস্থিত সাধু ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে "হায়! হায়!" করে উঠলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও যেন বিমর্ষ হলেন। কিন্তু ভগবান, যাঁর দৃষ্টিপাত দুর্যোধনকে বিভ্রান্ত করেছিল মাত্র, তাঁর ভূ-ভার হরণের উদ্দেশের জন্য নিশ্চুপ রইলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলে, সকলেই এই ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও দুঃখ প্রকাশ করলেন। এই রকম ঘটনার পরও কৃষ্ণ কিন্তু চুপ করেই ছিলেন। ঘটনার প্রতিকূল বা অনুকূলে তিনি কিছুই বলেননি। ভগবান কৃষ্ণের অন্তিম ইচ্ছার ফলেই দুর্যোধন

এই রকমভাবে মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। এখান থেকেই কৌরবদের দুই সরিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল। ভূ-ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে এটি কৃষ্ণেরই পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল বলে মনে হয়।"

শ্লোক ৪০

এতৎ তেঽভিহিতং রাজন্ যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
সুযোধনস্য দৌরাত্ম্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥ ৪০ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমার কাছে; **অভিহিতম্**—বলেছি; **রাজন্**—হে রাজন; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম; **অহম্**—আমি; **ইহ**—এই বিষয়ে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **সুযোধনস্য**—সুযোধনের (দুর্যোধন); **দৌরাত্ম্যম্**—অসন্তুষ্টি; **রাজসূয়ে**—রাজসূয়র সময়; **মহা-ক্রতৌ**—মহা যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে রাজন, কেন দুর্যোধন মহান রাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই বিষয়ে তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তার উত্তর প্রদান করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন' নামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।